Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 65
January-March 2021

ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: একটি পর্যালোচনা

Institutional Structure of the Islamic Judiciary: An Analysis

Emdadul Haque*

ABSTRACT

Islamic justice system refers to the adjudication system of the Islamic administration which adheres to the legal principles of Islamic Shariah. This justice system stands on the strong foundations of Quran-Sunnah and Ijtihad. After his migration from Makka to Madina in 622 AD, the Prophet Muhammad (peace be upon him) promulgated the historic Madina Charter, and declared Madina as an independent sovereign state. Alongside his establishment of the state infrastructures of the other organs of the newly founded state as the Head of the State, Muhammad also set up its judiciary. This article has attempted to discuss the principles and procedures of the institutional infrastructure of the Islamic judiciary. The article has been prepared in descriptive and analytical approaches. Analyzing the results obtained from the article, it may be concluded that the Islamic judiciary is the oldest, written, authentic, well-organized, humane and realistic justice system of the world. Since the times of the noble Prophet and Khulafa-e-Rashidun era, and later on, the Umayyad and the Abbasid era, all the way to the fall of the Ottoman Sultanate in 1924, Asia and vast portion of Africa and Europe had remained under this rule for about 1300 consecutive years and they benefited from the Islamic Judiciary.

Keywords : The Islamic Justice System; Islamic Shariah; Court; Judge; Lawyer

সংক্ষিপ্তসার

ইসলামী বিচারব্যবস্থা দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী শারী'আহ্ মুতাবিক পরিচালিত বিচারব্যবস্থাকে বোঝায়। এ বিচারব্যবস্থা আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সা. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে ঐতিহাসিক 'মদীনা সনদ' প্রণয়ন করেন এবং মদীনা

* Emdadul Haque is a Ph.D Researcher, Dept. of Al-Quran & Islamic Studies, Islamic University, Kushtia, Bangladesh. e-mail: helalee80@gmail.com

মুনাওয়ারাহ্কে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি নবগঠিত এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্যান্য বিভাগের ন্যায় বিচারবিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রবন্ধে ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলামী বিচারব্যবস্থা পৃথিবীর প্রাচীন, পূর্ণাঙ্গ, লিখিত, প্রামাণ্য, সুগঠিত, মানবিক ও বাস্তবসম্মত বিচারব্যবস্থা। মহানবী সা. ও পরবর্তীতে খিলাফাতে রাশিদার যুগ, উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয় যুগ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে উসমানী সালতানাতের পতনের সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত একটানা সুদীর্ঘ প্রায় ১৩০০ বছরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সুবিশাল এলাকা এ শাসনের অধীনে চলে আসে এবং তারা ইসলামী বিচারব্যবস্থার সুফল লাভ করে।

মূলশব্দ : ইসলামী বিচারব্যবস্থা; ইসলামী শারী'আহ্; আদালত; বিচারক; আইনজীবী।

১. ভূমিকা (Introduction)

ইসলামী বিচারব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রধান রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। নাগরিকের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তিন প্রকার। তা হল, (১) জনবল কাঠামো (২) ভৌত কাঠামো (৩) বিচার বিভাগীয় কাঠামো। জনবল কাঠামো বলতে বিচারব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রধান বিচারপতি, বিচারক, নিরাপত্তা বিভাগ, প্রহরী, জুরী, উকিলসহ প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল কাঠামো থাকবে। বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ভৌত কাঠামো বলতে আদালত ভবন, রেজিস্ট্রার বিভাগ, সীলমোহর বিভাগ, ইজলাস, আদালতের কাঠগড়া, মহিলা বিচারপ্রার্থীদের বিশ্রামাগার ও কারাগার বা রাষ্ট্রীয় বন্দীশালাসহ বিচার বিভাগীয় যাবতীয় ভৌত কাঠামোকে বোঝায়। বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বলতে আদালতের বিচার বিভাগীয় স্তর বিন্যাসকে বোঝানো হয়েছে। তা প্রধানত তিন প্রকার: (১) রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় প্রধান আদালত (২) প্রাদেশিক আদালত (৩) নিম্ন আদালত (আঞ্চলিক বা গোত্রীয়) আদালত। রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় প্রধান আদালত আবার পাঁচভাগে বিভক্ত। যেমন: (১) উচ্চ আদালত (২) আপীল বিভাগ (পুনর্বিবেচনা বিভাগ) (৩) বিশেষ আদালত (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) (৪) ভ্রাম্যমাণ আদালত (৫) দুর্নীতি দমন আদালত। বর্তমান গবেষণায় ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রত্যেকটি বিষয় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন করা হবে।

২.১. ইসলামী বিচারব্যবস্থা (Islamic Jurisdiction)

২.১.১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ

আরবী ভাষায় বিচারের প্রতিশব্দ হল القضاء। যার আভিধানিক অর্থ বিবদমান দু পক্ষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া (Ibn ʿĀbidīn 1386 H., 5/351; Ihsān 1991, 431-432)। কারো মতে, বিচার (القضاء) শব্দটির অর্থ মীমাংসা করা, চাই তা বাচনিক হোক বা আচরিক হোক (Al-Iṣfahānī 2005, 406)। অনেকে বিচার

(القضاء)-এর অর্থ বলেছেন, ফায়সালা বা রায় প্রদান করা। একে আল-হুক্ম (الحكم)ও বলা হয়ে থাকে (Al-Nawawī 1392 H., 2/12)।

৩.১.২. পারিভাষিক সংজ্ঞা

বিচার (القضاء)-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা হল:

১. ইমাম জুহ্‌রী বলেন, القضاء إمضاء الحكم 'আইন কার্যকর করাকে বিচার বলে (Al-Nawawī 1392 H., 2/12)।

২. 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী বলেন, الْقَضَاءُ هو الْحُكْمُ بين الناس بِالْحَقِّ 'মানুষের মাঝে ন্যায়ানুগভাবে ফায়সালা করাকে বিচার বলে (Al-Kāsānī 1986, 7/2)।' ইব্‌ন আবিদীন বলেন, أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَضَاءِ الْحُكْمُ 'বিচার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ফায়সালা করা (Ibn ʿĀbidīn 1386 H., 12/261)।'

৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আল্-ফারাজ বলেন, শরী'আহর কোন বিধানকে অবশ্য পালনীয় নির্দেশ আকারে প্রকাশ করাকে বিচার বলে (Ibn al-Tullā' 1987, 21)।'

সুতরাং বিচার হল, কোন রাষ্ট্রের বিচারালয়ে বিচারকের নিকট উপস্থাপিত বাদী-বিবাদীর যে কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমার শুনানি, সাক্ষ্য, তদন্ত ও প্রমাণ সাপেক্ষে যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রায় প্রদান করা। আর যে পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালিত হয় তাকে বিচারব্যবস্থা বলে।

২.১.৩. ইসলামী বিচারব্যবস্থার সমন্বিত সংজ্ঞা

ব্যাপকার্থে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র[১] কর্তৃক অনুমোদিত ও সুনির্ধারিত নীতিমালার আলোকে গঠিত যে বিচারব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ্ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী বিচারব্যবস্থা (Islamic Judicial System) বলা হয়। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম ইসলামী বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন।

---

১. ***ইসলামী রাষ্ট্র:*** ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচিতি বর্ণনায় 'আবদুল ফাত্তাহ্ ত্বাব্বারাহ্ বলেন, '(কোন রাষ্ট্রে) তখনই ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন তা আল্লাহ্ প্রদত্ত শারী'আহ্ আইনের আলোকে পরিচালিত হবে। এটিকে হুকুমাত-ই-দ্বীনিয়াহ্ ও বলা হয় (Ṭabbārah 1995, 318)। 'ইলমুল ফিক্‌হে ইসলামী রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা হয়। দারুল ইসলামে ইসলামী আইন কার্যকর হবে (Al-Bābartī ND, 7/198)। আর 'দারুল ইসলাম' বহির্ভূত বিদ্রোহীদের অধিকৃত এলাকা হল 'দারুল হারব' এবং সেখানে ইসলামী আইন প্রযোজ্য নয় (Ibid, 7/199)। এ ছাড়া স্বীকৃত ইসলামী রাষ্ট্র নয় এমন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র ও অমুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে ইসলামী আইন প্রযোজ্য নয়।বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার আলোকে যদি কোন রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ইসলামী শরী'আহ্ আইনের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে সমর্থন প্রদান করেন এবং ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন, তবে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি: ইসলামী রাষ্ট্র কয়েকটি মৌলিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হল: (১) আশ-শুরা বা পরামর্শসভা (২) আল-মুসাওয়াত (সাম্য) (৩) আল-'আদালাত (ন্যায় বিচার) (৪) ইনতিযাম (শৃঙ্খলা) (৫) আল-আমর বিল মা'রুফ ওয়ান-নাহি 'আনিল মুন্‌কার (ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ) (Ṭabbārah 1995, 321-332)।

২.২ ইসলামী বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (Motto of Islamic Jurisdiction):

ইসলামী বিচারব্যবস্থার মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল দুটি। যথা: (১) আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা, (২) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

২.২.১. আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামী বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হবে আল্লাহ্ তাআলার নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী। এ প্রসঙ্গে দলীল হল:

ক. আল-কুরআন:

ক.১. আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারা কাফির (Al-Qurān, 5:44)।

ক.২. অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারা যালিম (Al-Qurān, 5:45)।

ক.৩.অপর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারা ফাসিক (Al-Qurān, 5:47)।

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত প্রসঙ্গে তাফসীর বাগাভীতে এসেছে- والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين 'আর যালিম ও ফাসিক এরাও সবাই কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত (Al-Baghawī 1997, 2/61)।'

ইসলামী আইনের শারয়ী মর্যাদা এবং এর কার্যকর করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

খ. আস-সুন্নাহ্:

খ.১.উবাদা ইব্‌ন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ

তোমরা আল্লাহর হদ্দ (দণ্ডবিধি) কার্যকর করবে, চাই সে নিকটবর্তী আত্মীয় হোক বা দূরবর্তী। আল্লাহর কাজে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনা যেন তোমাদেরকে বিব্রত না করে (Ibn Mājah ND, 2540)।

খ.২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ.

যে *(মুসলিম)* ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত অস্বীকার করে (মুরতাদ হবার কারণে) তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া জায়িয। আর যে বলে– আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসুল'; তার ওপর

কারো কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। কিন্তু সে যদি শাস্তি যোগ্য কোন কাজ করে, তবে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে (Ibn Mājah ND, 2539)।

২.২.২. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামী বিচারব্যবস্থা সবার জন্য সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার হকদারদের প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে (Al-Qurān, 4:58)।

এ আয়াতে الْعَدْلِ এর অর্থ ইনসাফ বা ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা করা (Al-Bayḍāwī ND, 1/205)।

আল্লাহ্ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে– যদি তারা ফিরে আসে, তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন (Al-Qurān, 49:9)।

ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচার করার নির্দেশ প্রদান করেন (Al-Qurān, 16:90)। তাফসীর জালালাইনে الْعَدْل শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, التوحيد أو الإنصاف আল্লাহ্ তাআলা 'তাওহীদ' অথবা 'ইনসাফ' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করেছেন (Al-Maḥallī ND, 1/358)।

২.৩ ইসলামী বিচারব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা

আল-কুরআনে ইসলামী বিচাব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর (Al-Qurān, 5:50)?

এ আয়াত প্রসঙ্গে মুজাহিদ রহ. বলেন, এখানে ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে (Ibn Jarīr al-Ṭabarī 2000, 12153)। এ বিচারব্যবস্থা পরিচালনার মূলনীতি হবে ওহী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 'আর তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন এবং আল্লাহই সর্বোত্তম

বিধানকর্তা (Al-Qurān, 10:109)।' এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলাকে শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং তাঁর প্রদত্ত বিচারব্যবস্থাকে সর্বোত্তম বিচারব্যবস্থা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২.৪.১ ইসলামী বিচারব্যবস্থার উপযোগী পরিবেশ

ইসলামী বিচারব্যবস্থা শুধুমাত্র স্বীকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য। কারণ, ইসলামী আইন প্রয়োগ হবে শুধুমাত্র দারুল ইসলামে; দারুল হারবে নয়। এ প্রসঙ্গে সুন্নাহ্র দলীল নিম্নরূপ:

ক. যায়িদ ইব্ন সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لا تقام الحدود في دار الحرب 'দারুল হারবে হুদুদ কায়েম করা হবে না (Al-Bayhaqī 1994, 18004)।'

খ. আইন প্রয়োগের ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের এবং আইন প্রয়োগের ক্ষমতা শুধু স্বীকৃত রাষ্ট্রই সংরক্ষণ করবে। আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়া প্রতিটি নাগরিকের জন্য অবৈধ। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে বলেন,

أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا شَهْرُنَا هَذَا قَالَ أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا بَلَدُنَا هَذَا قَالَ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا يَوْمُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ قَالَ وَيْحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

(হে লোক সকল!) কোন মাসকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান? তারা বললেন, আমাদের এ মাস নয় কি? তিনি আবার বললেন, তোমরা কোন শহরকে সর্বাধিক সম্মনিত বলে জান? সকলেই বললেন, আমাদের এ শহর নয় কি? তিনি বললেন, ওহে! কোন দিনকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান? তারা বললেন, আমাদের এ দিন নয় কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ ও সম্মানকে শরীয়তের হক ব্যতীত এমন পবিত্র করে দিয়েছেন, যেমন পবিত্র তোমাদের এ মাসে এ শহরের মাঝে আজকের এ দিনটিকে। ওহে! আমি কি পৌঁছিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করলেন। আর প্রত্যেকবারেই লোকেরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তোমাদের জন্য আফসোস অথবা ধ্বংস! তোমরা আমার পরে একে অপারের গর্দানে আঘাত করে কুফরীর দিকে ফিরে যেও না (Al-Bukhārī 1987, 6403)।'

এ হাদীসের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ যারা রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়, তাদের সম্পর্কে আফসোস করেছেন এবং তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে কুফরীতে ফিরে যাবার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

২.৪.২ দারুল হারবে সংঘটিত অপরাধের বিচার দারুল ইসলামে করার বিধান

যদি দারুল হারবে সংঘটিত কোন অপরাধের অপরাধী দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করে তবে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আল-বারবাতী রহ. বলেন, وَمَنْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ

فِي دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ 'আর কেউ যদি দারুল হারবে কিংবা বিদ্রোহীদের অধিকৃত অঞ্চলে যিনার অপরাধ করে, অতঃপর আমাদের দারুল ইসলামে চলে আসে; তাহলে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা হবে না (Al-Bābartī ND, 7/198)।'

তারা উপর্যুক্ত হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করেন। তবে ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মতে, তার ওপর হদ্দ কায়েম করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, يُحَدُّ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِإِسْلَامِهِ أَحْكَامَهُ أَيْنَمَا كَانَ مَقَامُهُ 'কেননা তার অবস্থান যেখানেই হোক, ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সে ইসলামের বিধানসমূহ পালনে দায়বদ্ধ হয়েছে (ibid, 7/198)। এখানে ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মতামতের বিষয়টি তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী সুস্পষ্ট 'খাস' বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রযোজ্য। তবে 'আম' বা সামগ্রিকভাবে দারুল হারবে সংঘটিত অপরাধের শাস্তি দারুল ইসলামে প্রদান করা বৈধ নয়। কাজেই উপর্যুক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত ইসলামী আইন কোনক্রমেই কায়েম করা বৈধ নয়।

৩. ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও এর প্রকারভেদ

ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রধানত তিন প্রকার। যথা: (১) জনবল কাঠামো (২) ভৌত কাঠামো (৩) বিচার বিভাগীয় কাঠামো।

৩.১. জনবল কাঠামো (Manpower Structure)

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিচারকমণ্ডলী, আইন ও বিচারকার্য সহায়তাকারী সুনির্দিষ্ট বিভাগসমূহে দক্ষ জনবল নিয়োগ করবেন।

৩.১.১ প্রধান বিচারপতি (Chief Justice)

রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিচার বিভাগেরও সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে সংরক্ষণ করবেন। তবে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ প্রদান করবেন। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপ:

ক. মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান পাশাপাশি প্রধান বিচারপতিও ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয় (Al-Qurān, 4:65)।

এ আয়াত নাযিল করে[২] আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও বিচারিক ক্ষমতার স্বীকৃতি দান করেন।

২. এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, هذا في الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف 'এটি ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি ও একজন মুসলিম ব্যক্তি প্রসঙ্গে নাযিল হয়, যারা একটি বিচার নিয়ে কা'ব ইব্ন আশরাফের নিকট গিয়েছিল (Al-Suyūṭī 1993, 2/585)।

খ. দাউদ আ.-কে বিচারক নিয়োগদান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

يا دَاوُد إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بين الناس بِالْحَقِّ

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর (Al-Qurān, 38:26)।

এ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ্ তাআলা দাউদ আ.-কে রাষ্ট্রীয় ও বিচারিক উভয় ক্ষমতা প্রদান করেন। আর শেষাংশের তাফসীরে বলা হয়েছে, بالعدل والإنصاف 'মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে (Ibn Jarīr al-Ṭabarī 2000, 21/189)।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, মুহাম্মাদ ﷺ ও দাউদ আ. উভয়েই একদিকে যেমন ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, পাশাপাশি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি।

৩.১.২ হাকিম/বিচারক (Judge)

সরকার বিচারব্যবস্থা ও বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিচারক নিয়োগ প্রদান করবেন। বিচারক নিয়োগের শার'য়ী বিধান প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহ্ কাসানী রহ. বলেন,

فَنَصْبُ الْقَاضِي فَرْضٌ لِأَنَّهُ يُنْصَبُ لِإِقَامَةِ أَمْرٍ مَفْرُوضٍ وهو الْقَضَاءُ

কাযী বা বিচারক নিয়োগ করা ফরয। কেননা তিনি ফরয কাজ সম্পাদনের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন, আর তা হল বিচারকার্য (Al-Kāsānī 1986, 7/2)।

সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালত থেকে শুরু করে অধঃস্তন আদালতে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ প্রদান করবেন। মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের সকল প্রদেশের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ প্রশাসক ও বিচারক নিয়োগ প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপ:

ক. বিচারকগণের দায়িত্ব প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে,তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে (Al-Qurān, 4:58)।

এ আয়াত প্রসঙ্গে কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাভী রহ. বলেন, وأن تحكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم 'আর যদি তোমরা (বিচারকগণ) বিচারকার্য পরিচালনা কর, তবে ইনসাফের ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করবে (Al-Bayḍāwī ND, 1/205)।' এখানে বিচারকার্য পরিচালনায় ন্যায়বিচার করার প্রতি নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়োগপ্রাপ্তসহ সকল পর্যায়ের বিচারককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ. বিচারকগণকে বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে আল-কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে,

তোমরা সুবিচার করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে,তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন (Al-Qurān, 5:8)।

গ. আল-কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে– স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (Al-Qurān, 6:152)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সর্ব-পর্যায়ের বিচারকের জন্য বিচারকার্য পরিচালনাবিধি বর্ণনাসহ সর্বশ্রেণির নাগরিকের জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.৩ পুলিশ (Police)

সরকার বিচারকার্য পরিচালনার সময় আদালতের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সরকারী প্রহরী বা পুলিশ নিয়োগ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিচারব্যবস্থায় এ ধরনের প্রহরী বা পুলিশ ছিল। এর প্রমাণ হলো, আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিস,

إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنْ الْأَمِيرِ.

কায়স ইব্ন সা'দ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে এরূপ থাকতেন, যেরূপ আমীরের (রাষ্ট্রপ্রধানের) সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন (Al-Bukhārī 1987, 6736)।

যেহেতু বিচারক রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্টের কর্মকর্তা ও যে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মহলের বিরুদ্ধে বিচারের রায় প্রদান করেন, এজন্য তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুতরাং আদালতে বিচারকার্য পরিচালনার সময় বিচারকের প্রহরায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর প্রহরা থাকা আবশ্যক।

৪.১.৪ সাহিবুল মাজলিস (Discipliner of Mazlis)

সরকার আদালতের বিশেষ শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী হিসেবে 'সাহিবুল মাজলিস' নিয়োগ প্রদান করবেন। বিচারকার্য চলাকালীন ইজলাসের সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এ বাহিনীর কাজ। 'সাহিবুল মাজলিস'-এর পরিচিতি প্রসঙ্গে আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাতে বলা হয়েছে,

إذا جَلَسَ الْقَاضِي لِفَصْلِ الْخُصُومَاتِ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ بين يَدَيْهِ رَجُلٌ يَمْنَعُ الناس عن التَّقَدُّمِ بين يَدَيْهِ في غَيْرِ وَقْتِهِمْ يَمْنَعُهُمْ عن إسَاءَةِ الْأَدَبِ وَيُقَالُ له صَاحِبُ الْمَجْلِسِ.

বিচারক যখন মামলার ফায়সালার জন্য বসবেন তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বিচারকের সম্মুখ দিয়ে হাঁটা-চলা নিষেধ করে দিবেন এবং তারা যেন তার সঙ্গে কোনরূপ বেয়াদবী না করে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিবেন। এ জাতীয় ব্যক্তিকে 'সাহিবুল মাজলিস' বলা হয় (Al-Fatāwā Al-Hindyia 1991, 3/321)।

ইজলাসে বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ও আদালত এলাকায় শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষ বাহিনীর পাহারা থাকা আবশ্যক। কারণ 'সাহিবুল মাজলিস' ইসলামী বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.১.৫ আমীন (পেশকার/Presentationer)

সরকার বিচার বিভাগের মোকদ্দমার ক্রম সংরক্ষণকারী হিসেবে 'আমীন' নিয়োগ করবেন। আমীন-এর পরিচয় প্রসঙ্গে আল-ফাতাওয়ায়ে আল-হিন্দিয়্যাতে বলা হয়েছে,

أَنْ يَبْعَثَ أَمِينًا إلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ قبل مَجِيئِهِ فَيَحْفَظَ من جاء أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَيُقَدِّمَهُمْ على ذلك وَلَا يُقَدِّمَ وَاحِدًا على من جاء قَبْلَهُ

বিচারকের ইজলাসে বসার পূর্বে সে স্থানে ঐ আমানতদার ব্যক্তিকে অগ্রে পাঠিয়ে দিবে, সে গিয়ে দেখবে কারা আগে এসেছে এবং কারা পরে এসেছে। যারা আগে এসেছে তাদের বিচারের ব্যবস্থা আগে করা হবে এবং যারা পরে এসেছে তাদের বিচার পরে হবে (Ibid.)।

ইজলাসে সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আমীন (Amin)-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩.১.৬ বিশেষ প্রহরী (Special Sicuirity Gaurd)

সরকার আদালতের ইজলাস সুরক্ষাকল্পে 'বিশেষ প্রহরী' নিয়োগ প্রদান করবেন। এ জাতীয় প্রহরীর পরিচয় ও কার্যক্রম প্রসঙ্গে আল-ফাতাওয়ায়ে আল-হিন্দিয়্যাতে বলা হয়েছে,

فإذا جَلَسَ الْقَاضِي في الْمَسْجِدِ أو في دَارِهِ يَأْخُذُ بَوَّابًا لِيَمْنَعَ الْخُصُومَ من الِازْدِحَامِ وَلَا يُبَاحُ لِلْبَوَّابِ أَنْ يَأْخُذَ شيئا لِيَأْذَنَ بِالدُّخُولِ

বিচারক যদি মসজিদে অথবা নিজের গৃহে বিচারের ইজলাস বসান তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ভীড় ও বিশৃঙ্খলা রোধের জন্য ইজলাসের প্রধান ফটকে একজন প্রহরী নিযুক্ত করতেও কোন অসুবিধা নেই। ইজলাসের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য প্রহরী বা দ্বাররক্ষী কারো থেকে কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করতে পারবে না (Ibid. 3/320)।

অনিবার্য কারণে আদালত ভবনের বাইরে ইজলাস হলে 'বিশেষ প্রহরী' থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১.৭ জুরী বোর্ড (Jury Board)

সরকার আদালতের বিচারকার্য সুষ্ঠু ও যথার্থভাবে পরিচালনার জন্য বিচারকের সুবিধার্থে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য একদল ফকীহ্ (ইসলামী আইনবিদ) বা জুরী বোর্ড নিয়োগ প্রদান করবেন। এর দলীল হল:

ক. আল-কুরআন

ক.১. বাদশাহ্ ও রাসূল দাউদ আ.-এর আদালতে জুরী বোর্ড বিদ্যমান ছিল। দাউদ আ. স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও বিচারিক কার্যের সুবিধার্থে তিনি সুযোগ্য জ্ঞানী পুত্র সুলাইমান আ.-কে আইন সহায়তাকারী হিসেবে গ্রহণ করে জুরী বোর্ডের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾

আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শষ্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাতের বেলায় প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার (Al-Qurān, 21:78)।

উপর্যুক্ত আয়াতে দাউদ আ.-এর রাজত্বকালে পুত্র সুলাইমান আ.-কে বিচারিক কার্যে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করার প্রমাণ বিদ্যমান।

ক.২. আল-কুরআনে জুরী বোর্ডের ধারণা : আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

আর কাজে কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে, যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন (Al-Qurān, 3:159)।

ক.৩. আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 'নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে (Al-Qurān, 42:38)।'

খ. আস-সুন্নাহ:

খ.১.আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাহাবীদের সঙ্গে যত অধিক পরামর্শ করতেন অপর কাউকেও তার তুলনায় অধিক পরামর্শ করতে দেখিনি (Al-Bayhaqī 1995, 13086; Ibn Ḥibbān 1993, 4872)।

আল-মাশাওয়ারাহ্ বা জুরী বোর্ডের দায়িত্ব ও ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ফকীহ্ যুহাইলী রহ. বলেন,

يندب للقاضي أن يجلس معه جماعة من الفقهاء يشاورهم ويستعين برأيهم

বিচারক তাঁর সঙ্গে ফকীহ্গণের একটি দলকে উপবেশন করাবেন, তাঁরা বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকগণকে রায় প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা করবেন (Al-Zuhaylī 1989, 8/98)।

ফকীহ্গণ (ইসলামী আইবিদ) এ বিষয়ের ওপর রায় প্রদান করেছেন যে, শুরা বা জুরী বোর্ডের মাধ্যমে বিচারকার্য সম্পন্ন করা জায়িয, যেমন খুলাফা রাশিদুন করেছেন (ibid., 8/400)। আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ্তে পরামর্শসভা বা জুরী বোর্ড প্রসঙ্গে নির্দেশনা রয়েছে। জুরী বোর্ডের জনবল সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

৩.১.৮ ওয়াকিল/উকিল (Advocate/Barister)

মোকদ্দমার বাদী ও বিবাদী আদালতে নিজ নিজ মামলা পরিচালনার জন্য ওয়াকিল (উকিল)[৩] নিযুক্ত করে থাকেন। মোকদ্দমার বাদী ও বিবাদীর বক্তব্যকে আদালতে উপস্থাপনের জন্য উকিল প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। তাই মোকদ্দমা পরিচালনার ক্ষেত্রে ওয়াকালাতের গুরুত্ব অনেক। মামলার বাদী-বিবাদী নিজ নিজ মামলা পরিচালনার জন্য যেমন উকিল নিয়োগ করবেন, তেমনি সরকার বাদী মামলা পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উকিল নিয়োগ করবেন। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপ:

ক. আল-কুরআন: ওয়াকালাত বা উকিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾

নিশ্চয় আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর আর তুমি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে পক্ষে তর্ক কর না (Al-Qurān, 4:105)।

খ. সুন্নাহ: আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ যে ব্যক্তি কারো অন্যায় মামলায় সহযোগিতা করে, তা থেকে নিবৃত না হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই সে আল্লাহর গযবের মধ্যে থাকবে (Ibn Mājah ND, 2320)।'এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত– ওয়াকালাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন অন্যায় মামলায় ওয়াকালতি, সাক্ষ্য বা কোন ধরনের সহযোগিতা না করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।

৩.২. ভৌত কাঠামো (Material Sructure)

সরকার বিচারব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আদালতের প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো বিনির্মাণ করবেন। নিম্নে ইসলামী বিচারব্যবস্থার ভৌত কাঠামো উপস্থাপন করা হল:

৩.২.১ আদালত ভবন (Court building)

সরকার বিচার বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদালত ভবন নির্মাণ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ স. মাদীনাহ্ মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের প্রধান আদালতের যাবতীয় কার্যক্রম মসজিদ নববীতেই পরিচালনা করতেন (Al-Bayhaqī 1995, 6747)। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ -قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ

৩, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পক্ষে এক বা একাধিক দায়িত্ব পালনের জন্য অপর ব্যক্তিকে নিয়োগ করাকে 'ওয়াকালা' বা প্রতিনিধি নিয়োগ বলে। যে ব্যক্তি নিয়োগ করে তাকে মুওয়াক্কিল (মক্কেল) বলে। যাকে নিয়োগ করা হয় তাকে ওয়াকিল (উকিল) বলে (Rahman 2008, 5)। প্রচলিত আইনবিদদের মতে, (ওয়াকিল) 'উকিল বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি অপরের পক্ষে আদালতে হাজির হবার ও যুক্তিতর্ক পেশ করার অধিকারী (Rahman 1986, 5)।

بِالْمُصَلَّى رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجْمِ.

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি নবী ﷺ-কে ডেকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যিনা করে ফেলেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে যখন নিজের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন তিনি বললেন: তুমি কি পাগল? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন, একে নিয়ে যাও এবং রজম (পাথর মেরে হত্যা) কর। ইব্ন শিহাব বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ রা. থেকে যিনি শুনেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, যারা তাকে জানাযা পড়ার স্থানে নিয়ে রজম করেছিলেন আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম (Al-Bayhaqī 1995, 6747)।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে মাসজিদে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম শাসনামলের সুদীর্ঘ (৬২২-১৯২৪) সময়ে আদালতের জন্য স্বতন্ত্র ভবন নির্মিত হয়।

৩.২.২ রেজিস্ট্রি বিভাগ (Registry Devition)

সরকার আদালতের সুসংহত রেজিস্ট্রি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করবেন। আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমার আরজি, শুনানী, জিজ্ঞাসাবাদ, সাক্ষ্য-প্রমাণ, তদন্তের রিপোর্ট, রায় ও সাজার প্রকৃতিসহ বিচারিক যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ কল্পে এবং ডিক্রী, দলীল, ও রায়ের কাগজে সীল মোহর প্রদানে আদালতের রেজিস্ট্রি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে (Haque 2012, 100)। এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় বলা হয়েছে,

الْقَاضِي يَكْتُبُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ فِي دِيوَانِهِ وَيَكْتُبُ من يُحْبَسُ لِأَجْلِهِ وَيَكْتُبُ مِقْدَارَ الْحَقِّ الذي عليه وَيَكْتُبُ التَّارِيخَ فَيَكْتُبُ حُبِسَ فُلَانُ بن فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا يوم كَذَا وَمِنْ شَهْرِ كَذَا في سَنَةِ كَذَا

কয়েদ করার সময় কাযী কয়েদীর নাম ও বংশ পরিচয় নিবন্ধন করে রাখবেন। সেই সঙ্গে কী কারণে তাকে আটক করা হয়েছে, তার দেনার পরিমাণ কত, কত তারিখ তাকে কয়েদ করা হল এসব লিখে রাখবেন। সুতরাং লিখবে অমুকের পুত্র অমুককে এত দিরহামের দায়ে অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক দিন কয়েদ করা হল (Al-Fatāwā Al-Hindyia 1991, 3/414-415)।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার পূর্বে কোন বিচারব্যবস্থায় এ ধরনের রেজিস্ট্রার বিভাগের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

৩.২.৩ সীল-মোহর বিভাগ (Seal Devision)

সরকার বিচার বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রমের সত্যায়নের জন্য সীল-মোহর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় পত্র, নির্দেশ ও নথিতে সীলমোহর প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এ প্রসঙ্গে আনাস ইব্ন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রোম সম্রাটের কাছে চিঠি লিখতে চাইলেন, তখন লোকেরা বলল, মোহরকৃত চিঠি না হলে তারা পাঠ করে না। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করলেন। আনাস রা. বলেন, আমি এখনও যেন এর ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি। তাতে (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه) অঙ্কিত ছিল (Al-Bayhaqī 1995, 6743)।

এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অফিসিয়াল সীল মোহরের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩.২.৪ ইজলাস (The Court Room/The Sit of a judge)

ইজলাস হল, আদালতে বিচারকের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নির্ধারিত স্বতন্ত্র স্থান। মামলার শুনানী, সাক্ষ্যগ্রহণসহ যাবতীয় বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিচারক আদালত ভবনে অথবা সুবিধাজনক স্থানে ইজলাস স্থাপন করবেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে নববীতে তাঁর মিম্বরের নিকটে বিচারের জন্য ইজলাস স্থাপন করতেন। পরবর্তীর্তে এ ধারাবাহিকতাও অব্যাহত থাকে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি দলীল নিম্নরূপ:

ক. সাহ্ল ইব্ন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

এক আনসারী ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আপনার কি রায়, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে ? পরে সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে মসজিদে লি'আন করানো হয়েছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম (Al-Bayhaqī 1995, 6747)।

খ. মসজিদে ইজলাস হওয়া প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী রহ. বলেন,

وعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ

উমর রা. নবী ﷺ-এর মিম্বরের সন্নিকটে লি'আন করিয়েছেন। মারওয়ান যায়িদ ইব্ন সাবিত রা.-এর ওপর নবী ﷺ-এর মিম্বরের কাছে কসম করার রায় দিয়েছিলেন। শুরায়হ্, শাবী, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামার মসজিদে বিচার করেছেন। হাসান ও যুরারাহ্ ইব্ন আওফা (র.) মসজিদের বাইরে বিচার করতেন (Al-Bayhaqī 1995, 6747)।

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শাসনামলে ও পরবর্তীতে খিলাফাতের আমলেও বিচারকার্যক্রম মসজিদ কেন্দ্রিক পরিচালিত হত। পরবর্তীতে

সম্প্রসারিত ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে ও আঞ্চলিক আদালত গঠন করা হয় এবং আদালতের জন্য স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণ করা হয়।

৩.২.৫ কাঠগড়া (Witness Box)

সরকার বিচারকের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য মামলার বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শোনার জন্য আদালতের কাঠগড়া[৪] স্থাপন করবেন। আদালতের বিচারকার্য অনুষ্ঠানের সময় বাদী বিবাদীর শুনানী গ্রহণ করার সময় তারা নির্ধারিত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক বক্তব্য পেশ করবে। এ প্রসঙ্গে দলীল হল, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ

যে ব্যক্তি আমার এই মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কসম খাবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়, যদিও তা একটি সবুজ মিসওয়াকের জন্যও হয় (Ibn Mājah ND, 2325)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মসজিদে নববীতে বিচারের ইজলাস করতেন, তখন তাঁর মিম্বরের কাছে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে বাদী-বিবাদী পক্ষ মোকদ্দমার শুনানী প্রদান করতেন। বিচারকার্যের এ নির্ধারিত স্থানকে প্রচলিত আদালতের পরিভাষায় 'কাঠগড়া' বলা যেতে পারে।

৩.২.৬ মহিলা বিচারপ্রার্থীদের বিশ্রামাগার (Rest House of the Woman Applicant to justice):

আদালত প্রাঙ্গণে মোকদ্দমার বাদী, বিবাদী, সাক্ষীসহ তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভীড় থাকে। সেখানে তাদের বসার জন্য নির্ধারিত জায়গা প্রয়োজন। 'মহিলা বিচারপ্রার্থীদের বসার জায়গা এবং পুরুষ বিচারপ্রার্থীদের বসার জায়গা পৃথক রাখবে। যদি মহিলা বিচারপ্রার্থীদের জন্য পৃথকভাবে এক দিকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তবে তা ভাল এবং এতে তাদের পর্দার বিষয়টিও সংরক্ষিত থাকবে (Al-Fatāwā Al-Hindyia 1991, 3/321)।' মহিলা বিচারপ্রার্থী, বাদী বা বিবাদীর মহিলা আত্মীয়-স্বজন, মহিলা দর্শনার্থী সবার বিশ্রামের জন্য নিরাপত্তামূলক নির্ধারিত বসার স্থান থাকবে।

৩.২.৭ কারাগার (Jail)

কারাগার কয়েদীর জন্য নির্ধারিত সাজা ও আত্ম-সংশোধনকল্পে প্রতিষ্ঠিত বিচার বিভাগের সহযোগী হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। সরকার কয়েদীদের বাস উপযোগী, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কারা ভবন নির্মাণ করবেন। এ প্রসঙ্গে দলীল হল:

ক. আল-কুরআন

ক.১. ইউসুফ আ.-এর কারাজীবন[৫]। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

৪. Enclosure in a law court in which an accused a witness stands while faching trial/giving evidence (Ali 2005, 120).

৫. মিশরের বাদশাহ্ আযীযের স্ত্রী স্বীয় স্বামীর পালিত যুবক ইউসুফ আ-এর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে অবৈধ প্রেম নিবেদন করতে উদ্যত হয়। ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে

﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

আর তারা মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল, 'যে লোক তোমার পরিবারের সঙ্গে মন্দকর্ম করতে চেয়েছে, তাকে কারাবন্দি করা বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কী দণ্ড হতে পারে (Al-Qurān, 12:25)?

ক.২. শত্রুর কারাগারে যুদ্ধবন্দীসহ অন্যান্য মুকাতাব[৬] বন্দীদের মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আল-কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

সাদাকা হল, কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, বন্দী মুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (Al-Qurān, 9:60)।

এ আয়াত প্রসঙ্গে আল-হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতে (وفي الرقاب) বলতে هم المكاتبون বা মুকাতাব দাসদেরকে বোঝানো হয়েছে (Ibn Jarīr al-Ṭabarī 2000, 16963)। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস রা. বলেন, لا بأس أن تُعْتَقَ الرقبة من الزكاة 'দাসমুক্ত করতে যাকাতের অর্থ প্রদান করা অন্যায় হবে না (Ibd.)।

খ. আস-সুন্নাহ্

খ.১.'উরাইনা গোত্রের সন্ত্রাসী কয়েদীদের শাস্তি প্রসঙ্গে আনাস রা. থেকে বর্ণিত যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا

আযীয স্ত্রী জুলাইখা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে কারাবন্দী করার জন্য স্বামীকে পরামর্শ দেয় (Al-Alūsī 1997 8/484)।

৬ ***মুকাতাব:*** مكاتب হল, নির্দিষ্ট অংক (মুদ্রা বা সম্পদ) পরিশোধের ভিত্তিতে মুক্তিলাভের চুক্তিতে আবদ্ধ দাস (Rahman 2010, 995)। মুকাতাব-এর পরিচয় হল, যে গোলামকে সম্পদের বিনিময়ে আযাদ করা হয়, তাকে বলা হয় মুকাতাব এবং এই লেন-দেনকে বলা হয় কিতাবাত (Ibn Mājah ND, 1427)। মুকাতাব-এর পরিচিতি বর্ণনায় আল-আযহারী বলেন, মুকাতিব সে দাস বা দাসী যে নির্দিষ্ট মালের বিনিময়ে কোন লোকের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ এবং সে নিজের ওপর এ চুক্তিতে আবদ্ধ যে, যখন সে তা পরিশোধ করবে, তখন সে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। মুকাতাব-এর আযাদের শর্ত প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'আমর ইবন শু'আইব তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, أيما عبد كتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق 'যে গোলাম একশত উ'কিয়ার বিনিময়ে কিতাবাত করে, অতঃপর সে দশ উ'কিয়া ছাড়া আর সব পরিশোধ করে দেয়, সে আযাদ (Ibn Mājah ND, 2519)।' 'মুকাতাব'-এর অধিকার প্রসঙ্গে হাদীসে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ثلاثة كلهم حق علة الله عونه الغازي في سبيل الله . والمكاتب الذي يريد الأداء . والناكح الذي يريد التعفف 'তিন ব্যক্তির প্রত্যেককে সাহায্য করা আল্লাহর হক, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী, সেই মুকাতাব, যে (তার আযাদ হবার জন্য নির্ধারিত সম্পদ) পরিশোধ করতে চায় এবং পূত-পবিত্র থাকার নিয়তে বিবাহ করে (Ibn Mājah ND, 2518)।

নবী ﷺ উরাইনা গোত্রীয় লোকদের (হাত-পা) কাটলেন, অথচ তাদের (রক্তক্ষরণ বন্ধ হবার জন্য) ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল (Al-Bukhārī 1987, 6418)।

খ.২. আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ

একদা আবু বকর এলেন ও আমাকে খুব জোরে ঘুষি মারলেন এবং বললেন, তুমি লোকদেরকে একটি হারের জন্য আটকে রেখেছ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থানের দরুন মৃত সদৃশ ছিলাম। অথচ তা আমাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে (Al-Bukhārī 1987, 6453)।

খ.৩. উসমান ইব্ন আফ্ফান রা. যাবী ইব্ন হারিসকে আটক করেছিলেন। সে বানু তামিম গোত্রের সন্ত্রাসী ছিল। পরে বন্দী অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে (Al-Qurṭubī 2006, 17)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে, খিলাফাতে রাশিদুনের আমলে ও পরবর্তী মুসলিম শাসনামলেও কারাগার ব্যবস্থাপনা ছিল।

৩.৩. বিচার বিভাগীয় কাঠামো (Jurisdictional Structure)

ইসলামী রাষ্ট্রে একটি সুসংগঠিত বিচার বিভাগ থাকবে। মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের স্থপতি সফল রাষ্ট্রনায়ক বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদীনা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় কাঠামো ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ। মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের প্রথম বিচার বিভাগীয় কাঠামো প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন: (১) রাষ্ট্রীয় প্রধান আদালত (২) প্রাদেশিক আদালত(৩) আঞ্চলিক বা গোত্রীয় আদালত।

৩.৩.১. রাষ্ট্রীয় প্রধান আদালত (Supreame Court of the State)

ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় প্রধান আদালত থাকবে। যে আদালতের নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় আদালতসহ রাষ্ট্রের সকল আদালত পরিচালিত হবে। এ আদালত রাষ্ট্রের সকল আদালত নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রধান আদালতের মৌলিক পাঁচটি বিভাগ থাকবে। যথা: (১) উচ্চ আদালত (২) আপীল বিভাগ (পুনর্বিবেচনা বিভাগ) (৩) বিশেষ আদালত/স্পেশাল ট্রাইবুনাল (৪) ভ্রাম্যমাণ আদালত (৫) দুর্নীতি দমন আদালত।

৩.৩.১.১ উচ্চ আদালত (High Court)

রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান মামলাসমূহের বিচারের জন্য সরকার একটি উচ্চ আদালত গঠন করবেন। মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের প্রধান আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক মুহাম্মদ ﷺ-কে বিচারকার্যের সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়' (Al-Qurān, 4:65)।

খ. অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾

'নিশ্চয় আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর আর তুমি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক কর না (Al-Qurān, 4:105)।'

গ. আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

তারা মিথ্যার প্রতি অধিক শ্রবণকারী, হারামের অধিক ভক্ষণকারী। সুতরাং যদি তারা তোমার কাছে আসে, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি তুমি ফয়সালা কর, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা কর ন্যায়ভিত্তিক। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন (Al-Qurān, 5:42)।

ঘ. আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদেরকে এক উম্মত বানাতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা ভাল কাজে প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহরই দিকে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে (Al-Qurān, 5:48)।

ঙ. আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾

আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই ফাসিক (Al-Qurān, 5:49)।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রশাসনিক ক্ষমতার পাশাপাশি বিচারিক ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করা হয়।

৩.৩.১.২ আপীল বিভাগ (Appiled Division)

সরকার উচ্চ আদালতে একটি আপিল বিভাগ(পুনর্বিবেচনা বিভাগ) গঠন করবেন। আপিল বিভাগ নিম্ন আদালতে বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে মামলার বাদী অথবা বিবাদীকে ন্যায়বিচার পাবার উদ্দেশ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপ:

ক. আলী ইব্ন আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لما بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا وحمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال قال فأتيتهم فقلت أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس تعالوا أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أحق بالقضاء قال فجعل للأول ربع الدية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم فقال قائل فإن عليا ﷺ قد قضى بيننا فأخبره بما قضى علي ﷺ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم القضاء كما يقضي علي قال هذا حماد وقال قيس فأمضى رسول الله صلى الله عليه و سلم قضاء علي ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন, সেখানে এক সম্প্রদায় সিংহ স্বীকার করার উদ্দেশ্যে উঁচু ভূমিতে গর্ত খনন করল এবং একটি সিংহ সেই গর্তে পতিত হল। এক ব্যক্তি উক্ত গর্তে পড়ে গেল এবং সে পড়ে যাবার সময় আরেকটি লোককে ধরার কারণে সেও গর্তে পড়ে গেল এবং ধরাধরি করতে করতে আরো দু'জন গর্তে পড়ে তারা মোট চারজন পড়ে গেল। সিংহ তাদের আঘাত করায় তারা সবাই নিহত হল। নিহতদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কুপ খননকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। ফলে উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম হল। তিনি বলেন, আমি তাদের নিকট এসে বললাম, তোমরা কি দু'শ লোককে হত্যা করবে চার ব্যক্তির জন্যে? তোমরা এসো, আমি তোমাদের মাঝে বিচার ফায়সালা দেই। তোমরা যদি সন্তুষ্ট থাকো, তবে এটাই তোমাদের জন্যে ফায়সালা ধরে নেবে। আর যদি মানতে

অস্বীকার করো, তবে তোমরা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উত্থাপন করতে পারো। কেননা তিনি বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন, প্রথম ব্যক্তির জন্য দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ, তৃতীয় ব্যক্তির জন্য দিয়াতের অর্ধেকএবং চতুর্থ ব্যক্তির জন্য পূর্ণ দিয়াত। তিনি ঐ দিয়াত ঐ চার গোত্রের ওপর ধার্য করেন, যারা গর্তের কিনারায় উপস্থিত হয়েছিল। এ ফায়সালায় তাঁদের কেউ অসন্তুষ্ট হল এবং কেউ সন্তুষ্ট হল। অতঃপর তারা 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মাঝে বিষয়টি ফায়সালা কবে দেব। একজন বলল, আলী রা. আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিয়েছেন এবং সে তাঁর নিকট আলী রা.-এর ফায়সালা বর্ণনা করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আলী যা ফায়সালা করেছে সেটাই যথার্থ (Al-Bayhaqī 1994, 16175)।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, ইয়ামান প্রদেশের প্রাদেশিক আদালতে প্রাদেশিক শাসক ও বিচারক আলী ইব্ন আবি তালিব রা. কর্তৃক রায়কৃত মোকদ্দমাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উচ্চ আদালতে আপীল করা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উচ্চ আদালতে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখা হয়।

খ. আমর ইব্নুল আস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاصي فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد فاخطأ كان له أجر أو أجران

একদা দু'জন ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ করে আমর ইবনুল আস রা.-এর নিকট এলে তিনি তাদের উভয়ের মাঝে বিচার ফায়সালা করে দিলেন। অতঃপর এ বিচারে তাদের একজন অসন্তুষ্ট হল। অতঃপর তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হল এবং তাঁকে বিবরণটি অবগত করানো হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যখন বিচারক বিচার করে এবং (বিচারকার্য পরিচালনার জন্য) ইজতিহাদ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে, তাঁর জন্য রয়েছে দশটি প্রতিদান, আর যখন ইজতিহাদ করে এবং ভুল হয়, তখন তার জন্যেও রয়েছে একটি অথবা দু'টি প্রতিদান (Aḥmad 1999, 6755)।

উপরোক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত, ইসলামী বিচাব্যবস্থায় আপিল বিভাগ ছিল এবং নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের আপীল বিভাগে মোকদ্দমা উত্থাপিত হত।

উচ্চ আদালত হতে নিম্ন আদালতে মোকদ্দমা প্রেরণ

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় যে কোন মোকদ্দমার গুরুত্ব, বিষয় ও আরজির ধরনের দিক বিবেচনা করে উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য উচ্চ আদালত হতে নিম্ন আদালতে প্রেরণের বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপ:

ক. উকবা ইব্ন আমির রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে উকবা! যাও। তুমি উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!

আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। এব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে অধিক উত্তম। তিনি বললেন, যাহোক, তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আমি বললাম আমি যদি তাদের মাঝে মীমাংসা করি তাতে আমার লাভ কী? অপর এক বর্ণনায় আছে, কীভাবে আমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করব? বললেন, ইজতিহাদ কর। যদি তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পার, তবে তোমার জন্য দশটি প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তুমি ইজতিহাদে ভুল কর, তবে একটি প্রতিদান রয়েছে (Ṣāliḥī 1993, V 11)।

খ. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرىقال قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية

একদা দু'জন মহিলা তাদের নিজ নিজ ছেলে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলেটিকে নিয়ে যায়। তখন তাদের একজন আপন সঙ্গিনীকে বলল, তোমাদের ছেলেটিকে বাঘে নিয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় জন বলল, বরং তোমার ছেলেকে বাঘে নিয়ে গেছে। এই নিয়ে উভয়ে দাউদ আ.-এর নিকট নালিশ নিয়ে গেল। তিনি বয়সে বড় মহিলার পক্ষে সন্তানের রায় দিলেন। তখন উভয়ে বেরিয়ে সুলাইমান ইব্ন দাউদ আ. এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সে ঘটনা বলল। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে একটি ছুরি নিয়ে এস। আমি সন্তানটিকে কেটে উভয়ের মাঝে ভাগ করে দেব। তখন ছোট মহিলাটি বলল, না আল্লাহ্ আপনার ওপর রহম করুন। (আমি মেনে নিলাম)। ছেলেটি ঐ মহিলারই। তখন তিনি ছোট মহিলার পক্ষে ছেলে প্রদানের রায় দিলেন (Muslim ND, 1999)।

এছাড়াও খন্দকযুদ্ধে বানু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার বিচার স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উচ্চ আদালতে না করে উক্ত বিচার সা'দ ইব্ন মুআয রা.-এর দায়িত্বে নিম্ন আদালতে প্রেরণ করেন। হাদীসটি 'বিশেষ আদালত' পর্বে বর্ণনা করা হবে।

৩.৩.১.৩ বিশেষ আদালত (Special Tribunal)

ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থাপনায় বিশেষ আদালত বা স্পেশাল ট্রাইবুনাল থাকবে। রাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমার বিচারের জন্য সরকার এ আদালত গঠন করবেন। আয়িশা রা. বলেন,

أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه و سلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج

إليهم . قال النبي صلى الله عليه و سلم (فأين). فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم

খন্দকের যুদ্ধে সা'দ ইব্ন মুআয রা. আহত হন। কুরাইশ বংশীয় হিব্বান ইব্ন উক্‌বা নামক এক ব্যক্তি তার উভয় বাহুর মধ্যবর্তী শিরায় তীর বিদ্ধ করেছিল। লোকজন তার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য মসজিদে নববীতে একটি তাঁবু খাটিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যখন অস্ত্র রেখে গোসল করেন, তখন জিবরাঈল আ. তার মাথার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তার কাছে এসে বললেন, আপনি তো অস্ত্র রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি এখনও অস্ত্র রেখে দিইনি। চলুন, তাদের কাছে যাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়? তিনি বনু কুরাইযার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনু কুরাইযা জনপদে এলেন। আর তারা তাঁর নির্দেশে দুর্গ হতে নেমে এল। তিনি তাদের বিচারের ভার সা'দ ইব্ন মুআয রা.-এর ওপর অর্পণ করলেন। তিনি বললেন, আমি তাদের ওপরেই রায় প্রদান করছি যে, তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে এবং তাদের ধনসম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বণ্টন করে দেয়া হবে (Al-Bayhaqī 1994, 3896)।

ইহুদি বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা ও ঐতিহাসিক খন্দকযুদ্ধে সংঘটিত বিশ্বাসঘাতকতার বিচার মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ না করে উক্ত বিচার বিশেষ আদালত বা স্পেশাল ট্রাইবুনালে ফয়সালা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত বিশেষ আদালত বা স্পেশাল ট্রাইবুনালের প্রধান বিচারক হিসেবে সা'দ ইব্ন মুআযকে নিয়োগ প্রদান করেন। কারণ, তারা স্বগোত্রীয় ঐ নেতাকে মোকদ্দমার বিচারক হিসেবে মেনে নেয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থাপনায় বিশেষ আদালত বা স্পেশাল ট্রাইবুনালের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩.৩.১.৪ ভ্রাম্যমাণ আদালত (Mobile Court)

ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থায় ভ্রাম্যমাণ আদালত থাকবে। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় আদালতের কার্যক্রম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এ প্রসঙ্গে দলীল হল আবু মাসউদ আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন,

كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

আমি আমার দাসকে বেত্রাঘাত করছিলাম। এমন সময় পিছন দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম। আমাকে বলা হচ্ছে–হে আবু মাসউদ! তুমি জেনে রেখ। দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত এবং তিনি আমাকে বলছেন- হে আবু মাসউদ! তুমি জেনে রেখ। অকস্মাৎ শব্দটি আমার কানে ভেসে উঠল। বর্ণনাকারী (আবু মাসউদ) বলেন, এ শব্দটি শোনামাত্র আমি চাবুকটি ফেলে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি এ দাসের ওপর যতটা কর্তৃত্বসম্পন্ন, তোমার ওপর আল্লাহ্ তার চেয়ে অধিক শক্তিমান। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি বললাম, এরপর থেকে আমি আর কোন দাসকে প্রহার করব না। অপর এক বর্ণনায় আছে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে দাসটি মুক্ত করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা না করলে অবশ্যই জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করত লন (Muslim ND, 1659)।

এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়েও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হত।

৩.৩.১.৫ দুর্নীতি দমন আদালত (Court for prevention of corruption)

রাষ্ট্রে দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ কল্পে দুর্নীতি দমন আদালত থাকবে। মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাঝে মাঝে বাজারে গিয়ে [ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে] ভেজাল ও দুর্নীতির বিচার করতেন। এ প্রসঙ্গে দলীল হল, আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ! ما هذا ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله ! قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ ثم قال من غش فليس منا

একদা তিনি খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের নিকট দিয়ে যাবার সময় তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং তা ভেঁজা অবস্থায় পেলেন। তিনি বিক্রেতাকে বললেন, এ কী! লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তিনি বললেন, ওগুলো স্তুপের ওপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখে নিতে পারত। জেনে রেখ! যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই (Al-Tirmīdhī ND, 1315)।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাঝে মাঝে বাজারে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজাল ও দুর্নীতির বিচার করতেন এবং খাদ্য-শস্য ও পণ্যের মান-সংরক্ষণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করতেন।

৩.৩.২. প্রাদেশিক আদালত (Court of the Province)

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বৃহৎ হলে সরকার প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক আদালত গঠন করবেন। সরকার প্রাদেশিক ও অধঃস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ করবেন। এ প্রসঙ্গে মুআয ইব্ন জাবাল রা,-কে ইয়ামান প্রদেশের প্রশাসক ও বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيوَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মআয ইব্ন জাবাল রা.-কে ইয়ামানে (বিচারক হিসেবে) প্রেরণ করার সময় বললেন, তুমি কিভাবে বিচার ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আমি বিচার করব যে বিধান আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে বিধান না পাও? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাহ্-এর আলোকে (বিচার করব)। তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাহ্-এর মধ্যে না পেলে ? মুআয বললেন, আমি নিজে ইজতিহাদ (গবেষণা) করে রায় দেব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছেন (Al-Tirmīdhī ND, 1327)।

মাদীনা রাষ্ট্রের বিস্তৃতি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গোটা মদীনা রাষ্ট্রকে পর্যায়ক্রমে ২৫টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নরগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর একান্ত প্রতিনিধি (Siddiquee 2004, 230)। তারা প্রশাসনিক ও বিচারিক ক্ষমতা লাভ করেন।

৩.৩.৩. নিম্ন আদালত (আঞ্চলিক/গোত্রীয় আদালত Court of Zonal & Community)

ইসলামী রাষ্ট্রে তৃণমূল পর্যন্ত নাগরিকের মোকদ্দমা গ্রহণ ও বিচার ফায়সালার জন্য আঞ্চলিক/গোত্রীয় নিম্ন আদালত থাকবে, যাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে। নিম্ন আদালত প্রতিষ্ঠা ও তার শারয়ী মর্যাদা সম্পর্কে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্তে দলীল বিদ্যমান।

ক. আল-কুরআন

নিম্ন আদালতের বিচারকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করাও যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর (Al-Qurān, 4:59)।

এ আয়াতে أُولِي الْأَمْرِ 'উলিল আমর' বলতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত অধঃস্তন যে কোন নির্বাহী ও বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী ব্যক্তি।

খ. আস-সুন্নাহ্

খ.১. আমর ইব্নুল আস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر 'যখন বিচারক বিচার করে এবং (বিচারকার্য পরিচালনার জন্য) ইজতিহাদ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে,

তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি প্রতিদান, আর যখন ইজতিহাদ করে এবং ভুল হয়, তখন তার জন্যেও রয়েছে একটি প্রতিদান (Aḥmad 1999, 17854)।' এ হাদীসটি প্রমাণ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক ও তৎপরবর্তী কালে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক পর্যায়ের ন্যায় আঞ্চলিক পর্যায়েও কাযী বা বিচারক নিয়োগ করা হত। এছাড়াও সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাদেশিক গভর্নর ও আঞ্চলিক প্রশাসকগণ একাধারে প্রশাসনিক ও বিচারিক উভয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

খ.২.'উবাদাহ্ ইব্ন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর। তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর।তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহিলাদের জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। যদি কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করে তবে একশ' বেত্রাঘাত কর এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনে দাও। আর যদি বিবাহিত ব্যক্তি কোন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে তাদেরকে প্রথমত একশ' বেত্রাঘাত করবে, এরপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে (Muslim ND, 3509)।

খ.৩ আবদুর রাহ্মান ইব্ন আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَتَبَ أَبِى - وَكَتَبْتُ لَهُ - إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لاَ تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ « لاَ يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

আমার পিতা আমাকে একটি পত্র লেখালেন। তখন আমি সিজিস্তানের বিচারক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু বাকরা র. কে লিখলাম যে, আপনি রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবেন না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার না করেন (Muslim ND, 4587)।

উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রাদেশিক ও নিম্ন আদালতের বিচারকগণের উদ্দেশ্যে বিচারিক নির্দেশনা পেশ করেন, যা বিচারব্যবস্থার জন্য চিরন্তন আদর্শ হয়ে আছে।

৫. উপসংহার (Conclution)

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী বিচারব্যবস্থা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন, সমৃদ্ধ, সুসংহত, সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, প্রথম লিখিত, প্রামাণ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থা। আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক মৌলিক কাঠামো হল– জনবল কাঠামো, ভৌত কাঠামো ও বিচার বিভাগীয় কাঠামো। ইসলামী বিচারব্যবস্থার পূর্বে পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রে অনুরূপ কোন পূর্ণাঙ্গ বিচারব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ হল:

ফলাফল:

১. ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. বিচারব্যবস্থায় জনবল কাঠামোতে হাকিম (বিচারক), উকিল, ওয়াকালাত, শুরতা (পুলিশ), সাহিবুল মাজলিস, আমীন (পেশকর), শুরা (জুরী), নাজির ইত্যাদি পরিভাষা ও তার ব্যবহারিক নীতিমালা এবং পদ্ধতি ইসলামী বিচারব্যবস্থার অবদান।

৩. বিশ্বের বিচারব্যবস্থার ভৌত কাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে, ইসলামী বিচারব্যবস্থার ভৌত কাঠামোগত বিষয়সমূহ অনুসরণীয়। কারণ, বিচার বিভাগ পরিচালনার জন্য এ ভৌত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন: আদালত, রেজিষ্ট্রি বিভাগ, সীল-মোহর বিভাগ, ইজলাস, কাঠগড়া, মহিলা বিচারপ্রার্থীসহ সকল বিচারপ্রার্থীদের জন্য বিশ্রামাগার ও কারাগার ব্যবস্থাপনা– সব কিছুই ইসলামী বিচারব্যবস্থার অভূতপূর্ব অবদান।

৪. তদ্রূপ বিচারবিভাগের স্তরবিন্যাসে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত, আপীল বিভাগ, বিশেষ আদালত, ভ্রাম্যমাণ আদালত, দূর্নীতি দমন আদালত, প্রাদেশিক আদালত, নিম্ন আদালত/আঞ্চলিক বা গোত্রীয় আদালত ইত্যাদি ইসলামী বিচারব্যবস্থার ঐতিহাসিক অবদান। এছাড়াও আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিভাষা, যেমন নাজির, সেরেস্তা, দলীল, রায়, মোকদ্দমা, মোকাম ও দায়রা ইত্যাদি সবই ইসলামী আইন ও বিচার বিভাগীয় পরিভাষা।

৫. ইসলামী বিচারব্যবস্থা ছিল ৬২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৪০০ বছর পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূ-খণ্ডের নন্দিত বিচারব্যবস্থা।

সুপারিশ:

১. বিশ্বের প্রথম লিখিত, প্রামাণ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী বিচারব্যবস্থার যথার্থ রূপরেখা উপস্থাপন করা।

২. বিচারব্যবস্থার উন্নয়নে ইসলামী বিচারব্যবস্থার 'জনবল কাঠামো নীতিমালা' থেকে নির্মোহ বিশ্লেষণপূর্বক উপকারী বিষয়সমূহ গ্রহণ করা।

৩. বিচারব্যস্থার ভৌত কাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বের ও সর্বাধুনিক ইসলামী বিচারব্যবস্থার ভৌত কাঠামোগত বিষয়সমূহ অনুসরণীয়।

৪. ইসলামী বিচারব্যবস্থা বিচার বিভাগীয় স্তর বিন্যাসে একটি আদর্শ, জনকল্যাণমুখী ও বাস্তবসম্মত নীতিমালা পেশ করছে। যা অনুসরণ করলে যে কোন রাষ্ট্রের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল পর্যায়ের নাগরিক উপকৃত হবে।

৫. সর্বোপরি প্রত্যেক মুসলিমকে ইসলামী বিচারব্যবস্থার প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করার অপরিহার্যতাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা।

সুতরাং প্রচলিত বিচারব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে ইসলামী বিচারব্যবস্থার ওপর আরো বেশি তাত্ত্বিক (Theorotical) ও ব্যবহারিক (Practical) নির্মোহ গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Abū ʿAbdullāh Ash-Shaybānī, *Musnad*. 1999. *Musnad*. Bairut: Muassasah al-Risalah.

Al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Mahmūd ibn ʿ Abdullah al-Husainī al-Baghdādī. 1997. *Rūh al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurān al-ʿAdhīm wa al-Sabʿa al-Mathānī*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Bābartī, Akmal al-Dīn Muḥammad ibn Maḥmūd. ND. *Al-ʻInāyah Sharḥ al-Hidāyah*. Bairut: Dār al-Fikr.

Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Masʿūd ibn Muḥammad al-Farrāʿ. 1997. *Maʿālim al-Tanzīl*. Makka: Dār Taibah.

Al-Bayḍāwī, Nasīr al-Dīn Abū al-Khayr ʿAbd Allāh ibn ʿUmar. ND. Tafsīr al-Bayḍāwī. Al-Maktaba al-Shamila.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 1994. *Al-Sunan al-Kubrā*. Makka: Maktaba Dār al-Bāj.

Al-Bukhārī, Abū ʻAbdullah Muhammd ibn Ismā'īl. 1987. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Fatāwā Al-Hindyia, Allama al-Humam Shaykh Nizam & group of Indian Hanafi scholars. 1991. Bairut: Dār al-Fikr.

Al-Iṣfahānī, Abū al-Ḳāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad ibn al-Mufaḍḍal al-Rāgib al-Iṣfahānī. 2005. *Mufradāt al-Qurān*. Beirut: Beirut: Dār al-Mʻarifah.

Al-Kāsānī Al-Ḥanafī, Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd ibn Aḥmad. 1986. *Badāiʿ al-Ṣanāiʿ fī Tartīb al-Sharāiʿ*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Shihāb & Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Rahmān ibn Abū Bakr. ND. Tafsīr al-Jalālayn. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. 1392H. *Al-Minhāj Sharh Sahīh Muslim ibn Hajjāj*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-ʻArabī.

Al-Qurṭubī, Abū ʻAbdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansārī. 2006. *Al-Jāmi' li-Ahkām al-Qurān*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Rahmān ibn Abū Bakr. 1993. *Al-Durr Al-Manthūr Fī Tafsīr Bil-Maʿthūr*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Tirmīdhī, Abū ʻIsa Muhammad ibn ʻIsa. ND. *al-Sunan*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al- ʻArabī.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Beirut: Dār al-Fikr.

Haque, Emdadul. 2012. *Al-Qur`aner Bicharbyabasthya O Bichar Bivager Sadhinata: Ekti Parjalochona(Judicial System and Independence Of Judiciary in the light of Al-Quran: A Study),* 2012 A.D., M.phil Thesis. Islamic University Kushtia.

Hossain, Principal Dr. Md. Anwar, *The Constitution of Bangladesh(Up to latest Amendment)* (Dhaka: Hira Publications,2007 A.D.)

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin Ibn ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Ḥanafī. 1386H. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn al-Tullā', Muhammad ibn Faraz al-Qurtubī. 1987. *Aqdia al-Rasūl*. Lahor: Idārat al-Ma'ārif al-Islāmiya.

Ibn Ḥibbān, Muḥammad ibn Hibban ibn Aḥmad. 1993. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad. 2000. *Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʿwil āy al-Qurān*. Saudi Arabia: Al-Maktab al-Taʿāunī li al-Dawatī wa Tawiʿyah al-Jāliāt.

Ibn Mājah, Muhammad ibn Yajīd. ND. *Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ihsān, Syeed Muftī Amīmul. 1991. *Qawaīd Al-Fiqh*. India, Deuband: Ashrafi Book Depo.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. ND. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī

Rahman, Gazi Shamsur. 1986. *Dewani Aiyner Vashya*, Dhaka : Khoshroz Kitab Mahal.

Rahman, Muhammad Fazlur, Dr., 2010 A.D., Al-Mu'jam Al-Wafi, Dhaka: Riad prokashoni.

Ṣāliḥī, Muḥammad ibn Yūsuf. 1993. Subul al-hudá wa-al-rashād fī sīrat Khayr al-'ibād. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Siddiquee, Muhammad Easin Majhar, Dr., *Rasul Muhammad (S.)-Er Sarkar Kathamo*, Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh,

Ṭabbārah, 'Afīf 'Abd al-Fattāḥ. 1995 A.D., Rūḥ al-Dīn al-Islāmī. Egypt: Dār al-ʻIlm al-Malayīn..